



Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

7 March 2025 / 6 Ramadan 1446H

রমযান আমাদের মধ্যে মুরাকাবা এবং ইহসানের বীজ বপন করে

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَوَفَّقَنَا لِإِدْرَاكِ شَهْرِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْعَلَّامُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
سَيِّدُ الْأَنَامِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ صَلَّى وَصَامَ،
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكَرَامِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ. قَالَ جَلَّ
فِي عِلَّاهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

যথাযথ নিষ্ঠার সহিত মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া স্থাপন করতে হবে।
তাঁর সকল আদেশ মেনে চলতে হবে এবং সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে হবে।
আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের সাধ্যমত রোজা পালন করি, নামজ আদায় করি, কোরান তেলওয়াত
করি এবং কিয়াম আদায় করি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি যেন সর্বদা আমাদের প্রতি
থাকে। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

সম্মানিত সুধী,

রমযান মাস সমাসীন হয়েছে। আর এই রমযান আমাদের মনকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট থেকে সকল ভুলের মাফ চাওয়ার জন্য আকুল কওরে তুলছে। এটা আমাদের অন্তরে শান্তি স্থাপন করে এবং আমাদের আত্মাকে তাকওয়ার বীজ দিয়ে পুষ্ট করে থাকে। তাই, আসুন, এই মাসটিকে আমরা ইবাদত বন্দেগী এবং স্রষ্টার নিকট আনুগত্য প্রদর্শন করা দিয়ে পরিপূর্ণ করি। এবং আমাদের কাজে আমাদের ঈমানের সাক্ষর রাখি। এই মাসের অভিযাত্রাকে আমরা লাইলাতুল কাদের ও সীমাহীন রহমতের আলোয় আলোকিত করি।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজকের খুতবায় আমরা মুরাকাবা এবং ইহসানের মূল্যবোধ এবং সেগুলির সঙ্গে রোজার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব।

সম্মানিত সুধী,

রোজার সবচেয়ে অনন্য দিকটি কি? ইবাদতের অন্যান্য কাজগুলির সঙ্গে তুলনা করলে রোজা কি সত্যি ভক্তি ও একনিষ্ঠা প্রদর্শনের অনন্য এক ইবাদত? অবশ্যই এটা তা-ই, অতীতের আলেম্ ওলামাগণ এটার বিবরণ এভাবেই দিয়ে গেছেন। এর কারণ কেবলমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা , আজ্জা ওয়া জাল্লা সত্যিকারার্থেই আমাদের রোজা আদৌ সম্পূর্ণ হচ্ছে কি না, তা বলতে পারেন। শুধুমাত্র কিছু খাওয়া বা পান করা থেকে বিরত থাকলেই রোজা হবে না বরং এই সময়ে আমাদের চোখ, আমাদের জিহবা, আমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কে সকাল থেকে সন্ধ্য পর্যন্ত সংযমের সঙ্গে রাখা উচিত। তাই রোজা করলে মানুষের ভেতরে এক ধরনের স্পৃহা বা সচেতনতা কাজ করে যে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা ওপর থেকে আমাদের সবকিছু পরিলক্ষণ করছেন। একেই মারকাবা বলা হয়ে থাকে যা কিনা অন্য অর্থে সর্বক্ষণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে থাকার জন্য সজাগ থাকাকে বোঝায়।

সুরা আলা আলাকের ১৪ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'লা বলেছেন,

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

অর্থঃ তবে কি সে অবগত নয় যে, আল্লাহ (তার সবকিছু) দেখছেন?

আমরা যখন মারকাবার গুণাবলী অর্জন করে থাকি, আমরা তখন ক্রমশঃ আরো বেশী করে আমাদের নিজেদেরকে এবং আমাদের কাজগুলিকে তা কেউ দেখুক আর না দেখুক উন্নত করার চেষ্টা করে যাবো এমনকি কেউ যদি তা না-ও দেখে থাকেন, তবুও এটা খুব গভীরভাবে ইহসান বা সদাচার ধারণাটির সঙ্গে সম্পর্কিত। এবং বলা যায় মারকাবা হলো ইহসান অর্জনের প্রথম একটি ধাপ মাত্র।

তাহলে ইহসান-এর অর্থ কি? এর উত্তর জানতে হলে আসুন, আমরা আমাদের নবী করিম (সঃ) উচ্চারিত একটি বানীর ওপর আলোকপাত করিঃ-

"أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ"

অর্থঃ ইহসান অর্থ হলো মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলার উদ্দেশ্যে এমনভাবে ইবাদত করা যেন মনে হবে তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন। আর যদি তুমি তাঁকে না-ও দেখো তবে জানবে যে তিনি তোমাকে ঠিকই দেখছেন"। (আল বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

ইহসান এর অর্থ হলো আমাদের ইবাদত এবং অন্যান্য কাজগুলি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা এই সচেতনতা থেকে যে মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা হলেন আর রাকিব অর্থ যিনি সবকিছু দেখে থাকেন।

সম্মানিত সুধী,

মুরাকাবা এবং ইহসান হলো দুইটি পস্পর পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত মূল্যবোধ। যখন আমরা এটা আত্মস্থ করি যে আমাদের সকল কাজ মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা পর্যবেক্ষণ করছেন, তখন এটা আমাদেরকে সজ্ঞানে কোন পাপ কাজ করা থেকে এবং বিপথগামী হতে বিরত রাখে। এবং

একই সঙ্গে আমরা সকল কাজ নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করি যাকে ইহসান বলা হয়। এটা ইবাদত করা থেকে শুরু করে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা এবং জীবনের সকল কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আসুন, এই রমযান মাসে আমরা রোজা রাখার কাজটিকে একটি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হিসাবে দেখার চেষ্টা করি যেন সেখানে মুরাকাবা ও ইহসানের মত মূল্যবোধগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। আর এর চারটি মূল বিষয় হলো;

প্রথমতঃ আমার নিজের এবং নিজের পরিবারের মধ্যে এগুলি চর্চার চেষ্টা করা

মুরাকাবা একজন মুমিনকে দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী হতে শেখায়। আমরা আমাদের পরিবারকে ভালবাসা, সততা এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দেখে থাকি। আমরা কখনও নির্যাতন, আঘাত বা অবহেলা করি না। আমাদের যে আত্মীয় একটু কষ্টের মধ্যে থাকেন তাদেরকে আমরা সাহায্য করি এই মনে করে যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের কতিপয় রহমত দান করেছেন। সর্বোপরি, আমাদের মেনে নিতে হবে যে আমরা নিজেরাই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয়ত আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এগুলির চর্চা করা

মুরাকাবা আমাদেরকে ন্যায়নিষ্ঠ ও সহানিভূতিশীল করে তোলে। আমরা আমাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বিবাদ ভুলে যাই, যারা দুঃখ-কষ্টে আছে তাদেরকে সাহায্য করি এবং অন্যের জীবনের সংগ্রামকে কখনও ছোট করে দেখি না। আমরা আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখি, পরিবেশ দূষণ করি না, খাদ্য ও পানীয়ের আধিক্য ও অপচয় থেকে নিজেদের বিরত রাখি বিশেষ করে রমযান মাসে। আমরা আমাদের পানি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করি এমনকি যখন ওয়ু করি তখন খেয়াল রাখি যেন পানির অপচয় না হয়।

তৃতীয়তঃ আমাদের কর্মক্ষেত্রে

মুরাকাবা আমাদের কর্মক্ষেত্রে সততা, নিয়মানুবর্তিতা এবং দায়িত্বশীলতার বীজ বপন করে। আমরা আমাদের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করি, আলস্য করা থেকে দূরে থাকি এবং আমরা কর্তৃত্ব বা

ক্ষমতার অপব্যবহার করি না। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের কর্মক্ষেত্রে আমাদের সাধ্যমত ইহসানের চর্চা করলে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমত ও কর্মজীবনে সাফল্য – দুইই এনে দেবে।

চতুর্থতঃ জীবনের সমস্যা মোকাবেলায়

একজন মুমিন যিনি মুরাকাবা রপ্ত করেছেন তাঁকে ধৈর্য ও মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি সবটুকু বিশ্বাস এই দুই বিষয়ে দুনিয়াতে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। এটা মানুষের মধ্যে নিঃসঙ্গতার শূন্যবোধ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে এই ভাবনা থেকে যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আছেন আমাদের খুব নিকটে এবং তিনিই একটি সমাধানের পথ বাতলে দিবেন। আমরা যখন অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার মুখোমুখি হই এবং যখন আমাদের খুব কাছের কারো মৃত্যু ঘটে তখন আমরা অবিচলিত থাকতে পারি। যখন আমাদের সব কাজ খুব সহজ হয়ে যায় তখন আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করি। মূলতঃ আমাদের জীবনে যখন কঠিন সময় আসে, তখন আমরা মুরাকাবা ও ইহসানের পথ অবলম্বন করে আমাদের ঈমানের শক্তিকে আরো দৃঢ় করে নিতে পারি।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, এই রোজার মাসে মুরাকাবা ও ইহসানের চর্চা করে আমরা এই সময়টিকে আমাদের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদেরকে পথ নির্দেশ করেন এবং আমাদেরকে সর্বোত্তম কাজ সম্পাদনের শক্তি প্রদান করেন।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাহমান, ইয়া রাহিম, আপনি আমাদেরকে আপনার করুণা ও ভালবাসায় সাদরে গ্রহণ করুন। ইয়া ফাতাহ, ইয়া আলিম, আপনার নির্দেশিত পথ গ্রহণ করার জন্য আমাদের অন্তরকে উন্মুক্ত কওরে দিন। ইয়া রাকিব, ইয়া মুহসিন, আমাদেরকে **মুরাকাবাহ ও ইহসান** প্রদান করুন যা আমাদেরকে আপনার পথে পরিচালিত করবে। ইয়া তাওয়াব, ইয়া গাফফার, এই পবিত্র মাসে আপনি আপনার ক্ষমা দিয়ে আমাদের পাপ মোচন কওরে দিন। ইয়া মুহি, ইয়া মুমিত, আমাদেরকে ঈমানের জীবন দান করুন,

আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি যেন ঈমানের সঙ্গে থাকে, এবং আমাদেরকে ঈমানের সঙ্গে আপনার জান্নাতে প্রবেশ করার তওফিক দিন। আমিন, ইয়া মুজিবাস-সায়িলিন।

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنْهُمْ وَمَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ.

Ya Allah, we are grateful for the opportunity to witness this month of mercy and forgiveness. Allow us to seek Your boundless mercy and pardon, Ya Rahmān. Forgive our sins and mistakes, Ya Ghafūr. Prolong our lives, so that we may fulfil the obligations

of Ramadan and perfect its observance, with acts of righteousness, devotion, sincerity, forgiveness, purification, and liberation from our desires and the whispers of Shaitan. So that we may become Your servants worthy of entering the Paradise, which You have promised to those who believe.

In this blessed month, we seek Your grace, Ya Laṭīf, that You open the doors of peace and security for the people of Palestine in these difficult times, and for all the Ummah of Prophet Muhammad s.a.w. who are afflicted with anxiety, fear, and oppression.

O Allah, grant us goodness in this world and in the Hereafter, and protect us and our loved ones from the torment of Hellfire.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.